গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

# বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

## সূচিপত্র


মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ..... ৩

প্রস্তাবনা ..... ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ..... ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ..... ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ..... ৮

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ..... ১৯

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ..... ২০

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ..... ২৫

## মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
## (Overview of the Performance of the Ministry/Division)

**সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

**সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:**

দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ২৫ লক্ষ নারীকে ভিজিডি, ৯.৭৪ লক্ষ নারীকে মাতৃত্বকালীন এবং ৪.৪০ লক্ষ কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান, ৪৯.৪৭ লক্ষ নারীকে প্রশিক্ষণ এবং ৩০,০০০ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ওয়ানষ্টপ ক্রাইসিস সেল ও সেন্টার হতে ৫৫,০০০ জন নির্যাতিত নারীদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৪৮৬২ কর্মজীবী মহিলাকে হোস্টেলের মাধ্যমে নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯৬৯০ জন শিশুকে ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০ টি জেলায় ৯০,০০০ ঝুকিপূর্ণ শিশু ও কিশোরদের মাসিক ২০০০ টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়নে ৫২৯ টি ক্লাব পরিচালনা করা হয়েছে। "জয়িতা অন্বেষনে বাংলাদেশে" এর মাধ্যমে ৫ জন নারীকে ৫ ক্যাটাগরিতে ১১০ জন নারীকে "জয়িতা" হিসেবে নির্বাচন ও পুরস্কৃত করা হয়েছে। ২০১৪ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৭ এবং যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ (খসড়া) প্রক্রিয়াধীন।

**সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:**

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, লক্ষ্যভুক্ত সকল দুঃস্থ নারী ও শিশুকে কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা, কর্মকর্তাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তার অপ্রতুলতা অন্যতম প্রধান সমস্যা। প্রকৃত উপকারভোগী বাছাই এবং নারী উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান এবং পর্যাপ্ত মানব সম্পদের অভাব।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:**

লক্ষ্যভুক্ত দুস্থ নারী ও শিশুকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ; প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ সংশোধন; শিশু উন্নয়ন নীতি-২০১১ আলোকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; ছিটমহলের লক্ষ্যভুক্ত অধিবাসিদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ; এবং রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মনো-সামাজিক কাউন্সিলিং এ অর্ন্তভূক্তকরণ।

**২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:**

- ১০.৪০ লক্ষ নারীকে ভিজিডি সহায়তা প্রদান;
- ৭ লক্ষ দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মার্তৃত্বকালীন ভাতা প্রদান;
- শহরাঞ্চলে ২.৫০ লক্ষ কর্মজীবী মহিলাদের ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান;
- নারীর ক্ষমতায়নে ২০ লক্ষ নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ২৩৮৪ জন কর্মজীবী মহিলাকে হোষ্টেল সুবিধা প্রদান;
- ৩৫০০ জন কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের দিবাযত্ন সেবা প্রদান;
- ২ লক্ষ ৫০ হাজার শিশুর মনন, মেধা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ;
- ৩০২৯০ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরী করা;
- ৬০০০ জন নারীকে যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এবং নারী ও শিশু পাচার রোধকল্পে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উঠান বৈঠক করা; এবং
- ১৫০০০০ জন নারীকে তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হবে।